শ্রীশ্রীগণপতয়ে নমঃ।

হিন্দু ও খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম বিচার।

শকাব্দাঃ ১৭৬৯।

সন১২৫৪ সাল।

ইং ১৮৪৮ সাল।

CALCUTTA, EAST INDIAN PRESS.

PRINTED BY DAY BENNERJEE &CO.

শ্রীশ্রীগণেশঃ।

তাৎপর্য্য।

প্রচলিত সনে ৪ আশ্বিনে হিন্দু সমাজ স্থাপন পূর্ব্ব খ্যান্যবর শ্রীল শ্রীযুত ডাক্টর ডফ সাহেব শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ দেব মহাশয়কে হিন্দু এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিচারার্থে পত্র লেখেন তত্তাৎপর্য্যার্থে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসংলগ্নতা হিন্দু প্রজার বোধ গম্যাভাব এবং মুসাদি নিউ টেষ্টমেণ্টে কথিত উপদেশ এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত তৎস্বরূপ উপদেশ এবং হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম সাধারণ বুদ্ধিমন্তের সুগোচর এবং বিচারার্থে ধর্ম্ম বিচার নামক অত্র গ্রন্থ লিখিত হইল ॥ ইতি ॥

আদিপুস্তক।

অর্থাৎ

মূসালিখিত প্রথম পুস্তক।

১ অধ্যায়।
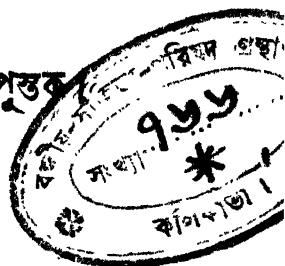
১ পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি ও দীপ্তির সৃষ্টি, ৬ শূন্যের সৃষ্টি, ৯ শুষ্ক ভূমির সৃষ্টি, ১১ বৃক্ষাদির সৃষ্টি, ১৪ চন্দ্র সূর্য্যাদির সৃষ্টি, ২০ মৎস্য ও পক্ষির সৃষ্টি, ২৪ গ্রাম্য ও বন্য পশ্বাদির সৃষ্টি, ২৬ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি, ২৯ মনুষ্যাদির ভক্ষ্য।

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করি
২ লেন। পৃথিবী বস্তুহীন ও প্রাণি শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার
গভীর জলের উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের
উপরে * ব্যাপ্ত ছিলেন। ১
৩ পরে, দীপ্তি হউক, ঈশ্বর এই আজ্ঞা করিলে দীপ্তি
৪ হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তিকে উত্তম দেখিয়া অন্ধকার
৫ হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া দীপ্তির নাম দিবস, ও

---

* (ইব্রী) জলের মুখের উপরে। (বা) মহাবায়ু জলের উপরে বহিল। ছো ১৩ ; ১৫ ।

অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল। ২

৬ পরে, জলের মধ্যে শূন্য জন্মিয়া জলকে দুই ভাগে পৃথক্
৭ করুক্, এই আজ্ঞাদ্বারা ঈশ্বর শূন্যের সৃষ্টি করিয়া জলকে অধঃস্থিত ও ঊর্দ্ধ্বস্থিত দুইভাগে পৃথক্ করিলেন;
৮ তাহাতে সেইরূপ হইল। এবং ঈশ্বর ঐ শূন্যের নাম আকাশ রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল। ৩

৯ পরে ঈশ্বর এই আজ্ঞা করিলেন, আকাশের নীচস্থ তাবৎ জল এক স্থানে একত্র হউক, ও স্থল সপ্রকাশ হউক্;
১০ তাহাতে তদ্রূপ হইল। তখন ঈশ্বর স্থলের নাম পৃথিবী, ও জল রাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন, এবং তাহা উত্তম দেখিলেন। ৪

১১ অপর ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন, এই পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ ওষধি ও নানা জাতীয় সবীজ ফলদায়ক বৃক্ষ
১২ উৎপন্ন হউক্; তাহাতে সেই রূপ হইল; অর্থাৎ পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ নানা জাতীয় ওষধি ও সবীজ নানা জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইল; তখন ঈশ্বর সেই
১৩ সকলকে উত্তম দেখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল। ৫

১৪ অপর ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণের নিমিত্তে, এবং দিবস ও বৎসর ও ঋতু ও চিহ্নের নিমিত্তে আকাশ মণ্ডলে জ্যোতির্গণ

১৫ উৎপন্ন হউক্; এবং পৃথিবীতে আলো দিবার জন্যে
১৬ আকাশ মণ্ডলে স্থিত হউক্; তাহাতে সেই রূপ
হইল। এই প্রকারে ঈশ্বর দিনের উপরে কর্তৃত্ব করিতে
এক মহাজ্যোতি, ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে
তদপেক্ষা এক ক্ষুদ্র জ্যোতি, এই দুই বৃহৎ জ্যোতির
১৭ এবং নক্ষত্র গণের সৃষ্টি করিলেন। পরে পৃথিবীতে
দীপ্তি দানের জন্যে, এবং দিবা রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব
করনার্থে, এবং দীপ্তিকে ও অন্ধকারকে পৃথক্ করণার্থে
১৮ ঈশ্বর ঐ জ্যোতির্গণকে আকাশ মণ্ডলে স্থাপন
করিলেন; এবং ঈশ্বর সে সকলকে উত্তম দেখিলেন।
১৯ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস
হইল। ৬
২০ পরে জলের মধ্যে নানা জাতীয় উরোগামি প্রাণি
বর্গ, এবং পৃথিবীর উর্দ্ধে আকাশ মণ্ডলে *উড়িতে
২১ পারে এমত পক্ষিগণ বাহুল্য রূপে উৎপন্ন হউক্, এই
আজ্ঞা করিয়া ঈশ্বর বৃহৎ মৎস্যাদি ও নানা জাতীয়
উরোগামি জলচর প্রাণিবর্গ ও নানা জাতীয় পক্ষি
২২ গণের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর এই সকলকে উত্তম
দেখিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমারা প্রজা বন্ত
ও বহু বংশ হইয়া সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং
২৩ পৃথিবীর উপরে পক্ষিগণ অনেক হউক্। এবং সন্ধ্যা

* (ইব্রী) আকাশমণ্ডলের মুখের উপরে।

ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল। ৭

২৪ তাহার পর ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন, পৃথিবীতে গ্রাম্য ও বন্য পশু ও উরোগামি জন্তু প্রভৃতি নানা
২৫ জাতীয় জন্তু বর্গ উৎপন্ন হউক্; তাহাতে সেই রূপ হইল। এই রূপে ঈশ্বর নানা জাতীয় গ্রাম্য ও বন্য পশুগণকে ও ভূমির নানা জাতীয় উরোগামি জন্তু গণকে সৃষ্টি করিয়া সকলকেই উত্তম দেখিলেন। ৮

২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতি মূর্ত্তিতে ও সাদৃশ্যে আদমের (অর্থাৎ মনুষ্যের) সৃষ্টি করি; তাহারা জলচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষি গণের এবং গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের ও তাবৎ পৃথিবীর
২৭ এবং ভূমি স্থিত উরোগামি প্রাণিবর্গের উপরে কর্তৃত্ব করিবে। পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহার
২৮ সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশীভূত কর, এবং জলচর মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষিগণ ও ভূমিস্থ উরোগামি জন্তুগণের উপরে কর্তৃত্ব কর। ৯

২৯ ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, পৃথিবীস্থ তাবৎ সবীজ ওষধি ও তাবৎ সবীজ ফলদায়ি বৃক্ষ তোমাদের
৩০ আহারার্থে দিলাম। এবং বন্য পশু ও খেচর পক্ষী

ও ভূমিস্থ সজীব উরোগামি জন্তু, এই সকলের আহা-
৩১ রার্থে তাবৎ হরিদ ওষধি দিলাম ; তাহাতে সেই মত
হইল। পরে ঈশ্বর আপন সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি
দৃষ্টি করিলে সকলকেই উত্তম দেখিলেন। এবং সন্ধ্যা
ও প্রাতঃকাল হইলেষষ্ঠ দিবস হইল। ১০

২ অধ্যায়।

১ বিশ্রাম বারের নিরূপণ, ৪ ও সৃষ্টির বৃত্তান্ত, ৭ ও
এদন্ উদ্যান প্রস্তুত করণ, ১৫ ও তাহার মধ্যে মনুষ্য
স্থাপন, ১৮ ও স্ত্রীর সৃষ্টির বৃত্তান্ত।

১ এই রূপে আকাশের ও পৃথিবীর এবং তদুভয়স্থ সমস্ত
২ বস্তুর সৃষ্টি * সাঙ্গ হইল। পরে সপ্তম দিনে ঈশ্বর আপন
কৃত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া আপনকৃত কার্য্য হইতে বিশ্রাম
৩ করিলেন। এবং ঐ দিন সমস্ত সৃষ্ট ও কৃত কার্য্য হইতে
বিশ্রামের দিন হওয়াতে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিয়া ঐ
সপ্তম দিনকে পবিত্র করিলেন। ১১

৪ সৃষ্টি কালে আকাশের ও পৃথিবীর এই বিবরণ।
যে সময়ে প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর ও আকাশের সৃষ্টি
৫ করিলেন, সেই সময়ে ক্ষেত্রে কোন তৃণ ছিল না, ও
ক্ষেত্রে কোন ওষধি ছিল না ; কেননা প্রভু পরমেশ্বর
পৃথিবীতে বৃষ্টি করাইতেন না, ও কৃষি কর্ম্ম করিতে
৬ মনুষ্য ছিল না। কিন্তু পৃথিবী হইতে কুজ্ঝটিকা + উঠিয়া
তাবৎ ভূমিকে জলাভিষিক্ত করিত। ১২

* (ইব্রি) সৈন্য। + (বা) স্রোত।

৭ অপর পরমেশ্বর মৃত্তিকাদ্বারা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলে সে সজীব
৮ প্রাণী হইল। পরে প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব্বদিক্স্থিত এদন্ নামক দেশে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে
৯ আপন সৃষ্ট ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। এবং প্রভু পরমেশ্বর সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে অমৃত বৃক্ষ ও সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ ও ভূমিতে প্রত্যেক জাতীয় সুদৃশ্য ও
১০ সুখাদ্য বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। এবং উদ্যানে জল সেচন করণার্থে এদন্ হইতে এক নদী নির্গত হইয়া
১১ ভিন্ন২ চতুর্ম্মুখ হইয়া গমন করিল। তাহার পীশোন নামক প্রথম নদী স্বর্ণোৎপাদক হবীলা দেশসমূহকে
১২ বেষ্টন করিয়া গেল। ঐ দেশের স্বর্ণ অতি উত্তম, এবং
১৩ সেই স্থানে রত্ন ও বৈদূর্য্য * মণি জন্মে। এবং তাহার গীহোন্ নামক দ্বিতীয় নদী সমস্ত কূশ্ দেশে বেষ্টন
১৪ করিয়া গেল। এবং তাহার হিদ্দেকল্ নামক তৃতীয় নদী অশূরিয়া দেশের পূর্ব্বদিক্ দিয়া গমন করিল। এবং তাহার চতুর্থ নদীর নাম ফরাৎ। ১৩
১৫ পরে প্রভু পরমেশ্বর আদম্কে লইয়া ঐ উদ্যানের কর্ম্ম
১৬ ও তাহার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। এবংপ্রভু পরমেশ্বর তাহাকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের

---

* (বা) গুল্ গুল

১৭ সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে * ভোজন করিও; কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহা করিবা, সেই দিনে নিতান্ত † মরিবা। ১৪

১৮ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, একাকী থাকা মনুষ্যের বিহিত নয়, আমি তাহার উপযুক্ত এক সহকারী

১৯ নির্ম্মাণ করিব। প্রভু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক মৃত্তিকা নির্ম্মিত বনপশু ও খেচর পক্ষিগণের কি নাম আদম্ রাখিবে, তাহা জানিতে যে সময়ে ঈশ্বর তাবৎ প্রাণিকে তাহার নিকটে আনিলেন, তৎকালে সে যাহার যে নাম রাখিল, তাহার

২০ সেই নাম হইল। কিন্তু আদম্ যে পশুদের ও খেচর পক্ষিদের ও বনপশুদের নাম রাখিল, তাহাদের মধ্যে

২১ আদমের উপযুক্ত এক সহকারী প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর আদম্‌কে ঘোর নিদ্রিত করিয়া সেই নিদ্রা সময়ে তাহার এক পঞ্জর লইয়া মাংসদ্বারা সেই

২২ ক্ষতস্থান পূরাইলেন। এবং প্রভু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদম্ হইতে নীত যে পঞ্জর, তদ্দ্বারা এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া

২৩ তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। তখন আদম্ কহিল, এ আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; এবং এ স্ত্রী নর হইতে জন্মিয়াছে, এই নিমিত্তে ইহার নাম নারী

২৪ রাখিতে হইবে। এবং মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে

---

* (ইব্রী) খাইয়া খাও। † (ইব্রী) মরিয়া মরিবা।

২৫ দুই জন একাঙ্গ হইবে। ঐ সময়ে আদম্ ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিলেও তাহাদের লজ্জা বোধ ছিলনা। ১৫

৩ অধ্যায়।

১ সর্পের খলতা, ৮ ও তদ্দ্বারা মনুষ্যদের পতন, ১৪ ও সর্পকে শাপ দেওন, ১৬ ও নারী ও পুরুষকে শাপ দেওন, ২২ ও তাহাদিগকে বস্ত্র দিয়া উদ্যান হইতে দূর করণ।

১ প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্ট ভূচর জন্তুদের মধ্যে সর্প অতিশয় খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ওগো, এই উদ্যানের এক বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে
২ নিষেধ করিয়াছেন, ইহা কি সত্য? তাহাতে নারী সর্পকে কহিল, আমরা এই উদ্যানের তাবৎ বৃক্ষের ফল
৩ ভোজন করিতে পারি; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না এবং স্পর্শ ও করিও না, তাহা
৪ করিলেই মরিবা। তখন সর্প নারীকে কহিল, তোমরা
৫ অবশ্য মরিবানা, বরং যেদিনে তাহা খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষুঃ প্রকাশ হইলে ঈশ্বরের ন্যায় ভাল
৬ মন্দ জ্ঞান পাইবা, ইহা ঈশ্বর জানেন। তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুদৃশ্য ও সুখাদ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় জানিয়া, তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং
৭ আপন স্বামিকে দিলে সেও ভোজন করিল। তাহাতে তাঁহাদের উভয়ের চক্ষুঃ প্রকাশ হইলে, তাহারা

আপনাদের উলঙ্গতা বোধ পাইয়া বট পত্র সিঙ্গাইয়া কটিবন্ধ করিল। ১৬

৮　পরে দিবাবসানে উদ্যানের মধ্যে গমনাগমনকারি প্রভু পরমেশ্বরের রব শুনিয়া আদম্ ও তাহার স্ত্রী
৯　তাঁহার সম্মুখ হইতে বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। তখন প্রভু পরমেশ্বর আদম্‌কে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি
১০　কোথায়? তাহাতে সে কহিল, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে
১১　লুকাইয়াছি। তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ, ইহা তোমাকে কে বুঝাইয়া দিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তুমি কি সেই
১২　বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম্ কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিলে আমি খাইলাম।
১৩　প্রভু পরমেশ্বর নারীকে কহিলেন, এ কি করিলা? নারী কহিল, সর্পের প্রবঞ্চনাতে আমি খাইলাম্। ১৭

১৪　পরে প্রভু পরমেশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্যে গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের অপেক্ষা অধিক শাপ গ্রস্ত হইয়া বক্ষঃস্থল দিয়া গমন করিবা, এবং যাবজ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা। এবং
১৫　আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব; তাহাতে সে তোমার মস্তকে আঘাত করিবে,

এবং তুমি তাহার পাদমূলে আঘাত করিবা। ১৮

১৬ পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার প্রসব বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তাহাতে তুমি অতি কষ্টেতে সন্তান প্রসব করিবা; এবং স্বামির অধীনী

১৭ হইয়া থাকিলে * সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে। অনন্তর তিনি আদম্‌কে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তুমি স্ত্রীর কথা শুনিয়া সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিলা, এই নিমিত্তে ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহার শস্যাদি ভোজন করিবা। এবং

১৮ তাহাতে সেয়াল কাঁটা ও নানা কণ্টক বৃক্ষ জন্মিবে †,

১৯ এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবা। এবং যে মৃত্তিকাহইতে জন্মিয়াছ, যাবৎ তাহাতে লীন না হও, তাবৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবা; কেননা তুমি মৃত্তিকা, এবং পুনশ্চ মৃত্তিকাতে লীন হইবা। পরে

২০ আদম্‌ ঐ স্ত্রীর নাম হবা (অর্থাৎ জীবন) রাখিল,

২১ কেননা সে তাবৎ সজীব লোকের মাতা। পরে প্রভু পরমেশ্বর চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আদম্‌কে ও তাহার স্ত্রীকে পরিধান করাইলেন। ১৯

২২ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য ভাল মন্দ জ্ঞান পাইয়া আমাদের একের মত হইল; এখন

---

* (বা) স্বামির প্রতি তোমার ইচ্ছা থাকিলে।

† (বা) সে জন্মাইবে।

সে যেন হস্ত বিস্তার করিয়া অমৃত বৃক্ষের ফল পাড়িয়া
২৩ ভোজন করিয়া অমর না হয়, এই নিমিত্তে প্রভু পরমে
শ্বর তাহাকে এদনের উদ্যান হইতে দুর করিয়া তাহার
উৎপাদক মৃত্তিকাতে কৃষি কর্ম্ম করিতে তাহাকে নিযুক্ত
২৪ করিলেন। এই রূপে তিনি সেই মনুষ্যকে দুর করিয়া
অমৃত বৃক্ষের পথ রক্ষা করিতে এদন্ উদ্যানের পূর্ব্ব
দিগে ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গধারি স্বর্গীয় কিরূ-
ব্গণকে রাখিলেন। ২০

৪ অধ্যায়।

১ কাবিল্ ও হাবিলের বৃত্তান্ত, ৯ ও হাবিল্‌কে বধ করণ প্রযুক্ত কাবিলের প্রতি অভিশাপ, ১৬ ও কাবিলের বংশাবলী; ২৫ ও শেৎ ও হনোকের জন্ম।

১ অপর আদম্ আপন স্ত্রী হবাতে উপগত হইলে সে
গর্ব্ভবতী হইয়া কাবিল্ (অর্থাৎ লাভ) নামক এক পুত্র
প্রসব করিয়া কহিল, পরমেশ্বর হইতে আমার এক পুত্র
২ লাভ হইল। পরে সে হাবিল্ (অর্থাৎ অলীক) নামে
তাহার সহোদরকে প্রসব করিল; ঐ হাবিল্ মেষপালক
৩ ও কাবিল্ কৃষক ছিল। অপর কালানুক্রমে কাবিল্
৪ প্রভুর উদ্দেশে আপন কৃষি কর্ম্মের ফল উৎসর্গ করিল।
এবং হাবিল্ আপন পালের * প্রথম জাত হৃষ্টপুষ্ট
পশু উৎসর্গ করিল। কিন্তু পরমেশ্বর কাবিল্‌কে ও
৫ তাহার উৎসৃষ্ট বস্তু অগ্রাহ্য করিয়া হাবিল্‌কে ও

* (বা) মেষের বা ছাগের।

তাহার উৎসৃষ্ট বস্তু গ্রাহ্য করিলেন, এই নিমিত্তে কাবিল্ ক্রুদ্ধ হইয়া বিষণ্ণ বদন হইল। তাহাতে পর
৬ মেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিলা?
৭ ও কেন বিষণ্ণ বদন হইলা? যদি সৎকর্ম্ম কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবা * না? আর যদি সৎক্রিয়া না কর, তবে পাপ দ্বারে থাকে; তোমার ভ্রাতা † তোমার বশীভূত ‡ থাকিবে, ও তুমি তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব
৮ করিবা। অপর কাবিল্ আপন ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিল; পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে § কাবিল্ আক্রমণ করিয়া আপন ভ্রাতা হাবিল্কে বধ করিল। ২১

৯ অনন্তর পরমেশ্বর কাবিল্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভ্রাতা হাবিল্ কোথায়? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি জানি না; আমি কি আপনার ভ্রাতার
১০ রক্ষক? তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি কি করিলা? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমার প্রতি
১১ উচ্চৈঃস্বর করিতেছে। অতএব যে ভূমি তোমার হস্তদ্বারা হত ভ্রাতার রক্ত পান করিয়াছে, সেই
১২ ভূমিতে তুমি অভিশপ্ত হইলা। তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিলে ও বহুশস্য উৎপন্ন হইবে না, এবং পৃথিবীতে
১৩ পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী হইবা। তাহাতে

---

* (বা) তোমার মঙ্গল হইবে। † (বা) পাপ বলি। ‡ (ইব্রী) তাহার ইচ্ছা তোমার প্রতি। § (বা) থাকিলে।

কাবিল্ পরমেশ্বরকে কহিল, এমত দণ্ড আমার
১৪ অসহ্য *। অদ্য যদি তুমি আমাকে এই স্থান
হইতে দূর করিয়া দেও, তবে আমি তোমার সাক্ষাৎ
হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণ
কারী হইলে কোন লোক আমাকে পাইলেই বধকরিবে।
১৫ তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, যে কেহ কাবিল্কে বধ
করিবে, তাহার সাত গুণ দণ্ড হইবে : অতএব কেহ
তাহাকে দেখিয়া যেন বধ না করে, এই জন্যে পরমে
শ্বর কাবিলেতে এক চিহ্ন রাখিলেন। ২২
১৬ কাবিল্ প্রভুর সাক্ষাৎ হইতে প্রস্থান করিয়া এদনের
১৭ পূর্ব্বদিগে নোদ্ নামক দেশে বাস করিল। পরে
কাবিল্ আপন স্ত্রীতে উপগত হইলে সে গর্ব্ববতী হইয়া
হনোক্ নামে এক পুত্র প্রসব করিল, এবং এক
নগর পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে তাহার
১৮ নাম হনোক্ রাখিল। ঐ হনোকের পুত্র ঈরদ, ও
ঈরদের পুত্র মিহূয়ায়েল্, ও মিহূয়ায়েলের পুত্র
১৯ মিথূশায়েল, ও মিথূশায়েলের পুত্র লেমক্। ঐ লেম-
কের দুই স্ত্রী, এক স্ত্রীর নাম আদা ও অন্যের নাম
২০ সিল্লা ছিল। ঐ আদার গর্ব্বে উৎপন্ন যে যাবল্, সে
২১ তাম্বুগৃহবাসি পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। এবং
যূবল্ নামে তাহার এক ভ্রাতা বীণাবাদকদের ও বংশী
২২ বাদকদের আদি পুরুষ ছিল। আর সিল্লার গর্ব্ব জাত

(ক) আমার পাপ এমৎ বড়, যে ক্ষমা হইতে পারে না।

তূবল্‌কাবিল্ নামে পুত্র পিত্তলের ও লৌহের নানা প্রকার কর্ম্ম করিতে নিপুণ ছিল; ঐ তূবল্‌কাবিলের নয়মা
২৩ নাম্নী এক ভগিনী ছিল। পরে লেম্মক্ আপন স্ত্রীদিগকে কহিল, হে আদা ও হে সিল্লা, তোমরা আমার কথা শুন; হে আমার নারীগণ, আমার বাক্যে মনোযোগ কর; আমি আক্রান্ত হওয়াতে এক মনুষ্যকে, ও আঘাত
২৪ প্রাপ্ত হওয়াতে এক যুবকে বধ করিলাম *। যদ্যপি কাবিলের বধের প্রতিফল সাত গুণ হয়, তবে আমার বধের প্রতিফল সাতাত্তর গুণ হইবে।২৩
২৫ অনন্তর আদম্ পুনর্ব্বার হবা স্ত্রীতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া আর এক পুত্র প্রসব করিল, এবং কাবিল কর্ত্তৃক হত হাবিলের প্রতিনিধি স্বরূপ আর এক পুত্র পরমেশ্বর আমাকে দিলেন, ইহা কহিয়া সে তাহার নাম
২৬ শেৎ (অর্থাৎ প্রতিনিধি) রাখিল। পরে ঐ শেতের এক পুত্র জন্মিলে সে তাহার নাম ইনোশ্ রাখিল; তৎকালে লোকেরা পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিতে † লাগিল। ২৪

৫ অধ্যায়।

১ আদমের বিবরণ, ৬ ও শেতের বিবরণ, ৯ ও ইনোশের বিবরণ, ১২ ও কৈননের বিবরণ, ১৫ ও মহললেলের বিবরণ, ১৮ ও যেরদের বিবরণ, ২১ ও হনোকের

---

* (বা) করিব। † (বা) বিখ্যাত হইতে।

বিবরণ, ২৫ ও মিথূ শেলহের বিবরণ, ২৮ ও লেম-
কের বিবরণ।

১ আদমের বংশাবলির বিবরণ, যে দিনে ঈশ্বর মনুষ্যের
২ সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে আপন সাদৃশ্যে তাহার সৃষ্টি
করিলেন; স্ত্রী ও পুরুষ করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি
করিলেন। এবং সেই দিনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ
৩ করিয়া আদম্ (অর্থাৎ মনুষ্য) এই নাম দিলেন। এবং
আদমের এক শত ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে তাহার
৪ সদৃশ ও তুল্য এক পুত্র জন্মিলে তাহার নাম শেৎ
রাখিল। এই শেতের জন্মের পর আদম্ আট শত
৫ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল।
সর্ব্ব শুদ্ধ নয় শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাহার
মৃত্যু হইল। ২৫

৬ পরে শেতের এক শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে
৭ ইনোশ্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের
পর শেৎ আট শত সাত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো
৮ সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত বারো
বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইল। ২৬

৯ ইনোশের নব্বই বৎসর বয়স হইলে কৈনন্ নামে
১০ তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর ইনোশ্
আট শত পনের বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
১১ সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত পাঁচ বৎসর বয়-
সের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। ২৭

১২ ঐ কৈননের সত্তর বৎসর বয়স হইলে মহললেল্ নামে
১৩ তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর কৈনন্
আট শত চল্লিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
১৪ সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত দশ বৎসর বয়-
সের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। ২৮
১৫ ঐ মহললেলের পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স হইলে যেরদ
১৬ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর
মহললেল্ আট শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো
১৭ সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ আট শত পঁচানব্বই
বৎসর বয়সের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। ২৯
১৮ যেরদের একশত বাষট্টি বৎসর বয়স হইলে হনোক্
১৯ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর
যেরদ্ আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
২০ সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত বাষট্টি বৎসর
বয়সের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। ৩০
২১ হনোকের পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স হইলে মিথূশেলহ্
২২ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাহার জন্মের পর
হনোক্ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত গমনা
২৩ গমন করিল, এবং আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল।
সে ঈশ্বরের সহগামী হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত পঁয়ষট্টি
২৪ বৎসর বয়সের সময়ে অন্তর্হিত হইল; ফলতঃ ঈশ্বর
তাঁহাকে আপনার নিকটে লইয়া গেলেন। ৩১
২৫ পরে মিথূশেলহের এক শত সাতাশি বৎসর বয়স

২৬ হইলে লেমক্ নামে তাহার এক পুত্র জন্মিল। তাঁহার জন্মের পর সে সাত শত বিরাশি বৎসর জীবৎ থাকিয়া
২৭ আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ নয়শত ঊনসত্তরি বৎসর বয়সের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। ৩২

২৮ অনন্তর লেমকের এক শত বিরাশি বৎসর বয়সের সময়ে তাহার একপুত্র হইলে, ভূমিতে আমাদের
২৯ পরিশ্রম ও ক্লেশজনক ঈশ্বরের যে অভিশাপ আছে, তদ্বিষয়েঐ পুত্র আমাদের সান্ত্বনা জন্মাইবে, ইহা ভাবি
৩০ য়া লেমক্ ঐ পুত্রেরনাম নোহ (অর্থাৎ সান্ত্বনাকারী) রাখিল। ঐ নোহের জন্মের পর লেমক্ পাঁচ শত
৩১ পঁচানব্বই বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। সর্ব্বশুদ্ধ সাত শত সাতাত্তরি
৩২ বৎসর বয়সের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। পরে নোহের পাঁচশত বৎসর বয়স হইলে শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তাহার তিন পুত্র জন্মিল। ৩৩

৬ অধ্যায়।

১ অবিহিত বিবাহের কথা, ৫ ও মনুষ্যের দুষ্টতা প্রযুক্ত প্লাবনের কথা, ৯ ও নোহের বংশাবলি, ১৪ ও জাহাজ নির্ম্মাণের কথা।

১. এই রূপে পৃথিবীতে মনুষ্যের বৃদ্ধি হইলে ও অনেক২
২ কন্যা জন্মিলে, ঈশ্বরীয় লোকেরা ঐহিক লোকদের কন্যাগণকে পরম সুন্দরী দেখিয়া আপন২ ইচ্ছামতে

৩ প্রত্যেক জন বিবাহ করিতে লাগিল। অতএব পরমেশ্বর কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যের সহবাসে সর্ব্বদা থাকিবেন্ না, * কেননা তাহারা পাপেতে মাংসপিণ্ড মাত্র; তাহাদের জীবৎকাল কেবল এক শত বিশ বৎসর ৪ হইবে। ঐ সময়ে পৃথিবীতে মহাবীর ছিল, এবং ঈশ্বরীয় লোকদের ঔরসে ঐহিক লোকদের কন্যাগণের গর্ভজাত অনেকং সন্তান ছিল; তাহারা পূর্ব্বকালে পরাক্রমী ও প্রসিদ্ধ বীর ছিল। ৩৪

৫ অপর ঈশ্বর পৃথিবীতে মনুষ্যদের নানা অত্যাচার ও সর্ব্বদা অন্তঃকরণের কল্পনা † কেবল দুষ্ট, ইহা দেখি-৬ লেন; এবং পরমেশ্বর পৃথিবীতে আপনার মনুষ্য সৃষ্টি করণ নিমিত্তে শোক ও মনেতে অনুতাপ করিয়া কহি-৭ লেন, আমি মনুষ্য ও উরোগামি ও পদগামি জন্তু ‡ ও খেচর পক্ষি প্রভৃতি যে সকল পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি, সে সকলকেই নষ্ট করিব; কেননা ইহাদের ৮ সৃষ্টি করণ প্রযুক্ত আমার অনুতাপ হইতেছে। কিন্তু নোহ পরমেশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হইল। ৩৫

৯ নোহের বংশাবলির বিবরণ। ঐ নোহ আপন বংশে ১০ সাধু ও ধার্ম্মিক হইয়া ঈশ্বরের সহগামী ছিল। এবং শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তাহার তিন পুত্র ছিল।

---

* (বা) মনুষ্যকে নিষেধ করিবেন না।

† (বা) প্রতিদিন কল্পনার প্রত্যেক উৎপত্তি।

‡ (বা) মনুষ্য অবধি . . . জন্তু পর্য্যন্ত।

১১ অপর পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে দুষ্ট, এবং দৌরাত্ম্যে
১২ পরিপূর্ণ হইয়াছে। পৃথিবী দুষ্ট ও পৃথিবীস্থ তাবৎ
প্রাণির পথ সদোষ, ইহা ঈশ্বর পৃথিবীতে অবলোকন
১৩ করিয়া দেখিলেন। তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন,
আমার গোচরে সকল মনুষ্যের অন্তিম কাল উপস্থিত,
কেননা তাহাদের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী পরিপূর্ণ হওয়াতে
১৪ আমি পৃথিবীর সহিত * তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তুমি
গোফর্ কাষ্ঠ দ্বারা এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর; এবং
তাহার মধ্যে কুঠরী † নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতরে
১৫ বাহিরে ধুনা দিয়া লেপন কর। এবং তাহার দীর্ঘতা
তিন্ন শত হস্ত, ও প্রস্থতা পঞ্চাশ হস্ত, ও উচ্চতা ত্রিশ
১৬ হস্ত; এই প্রকারে তাহার নির্ম্মাণ কর। এবং তাহার
ছাতের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখ, ও
তাহার পার্শ্বে দ্বার রাখ, এবং তাহার প্রথম ও দ্বিতীয়
১৭ ও তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ কর। কেননা আমি আকাশের
নীচস্থ তাবৎ প্রাণিকে নষ্ট করণার্থে পৃথিবীতে জল
প্লাবন করিব, তাহাতে পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী প্রাণত্যাগ
১৮ করিবে। কিন্তু তোমার সহিত আমি নিয়ম স্থির করি;
তাহাতে তুমি আপন পুত্রগণকে ও স্ত্রীকে ও পুত্রবধূ
১৯ দিগকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিবা। প্রত্যেক
জাত্যনুসারে সমস্ত জীব জন্তুর স্ত্রী ও পুরুষ যুগ্ম২ লইয়া
প্রাণ রক্ষার্থে তাহাদিগকে আপনার সহিত জাহাজে

* (বা) পৃথিবী হইতে। † (বা) বাসা।

২০ আন; ফলতঃ পক্ষী ও পশু ও পৃথিবীতে উরোগামী দুই২ আপন জাত্যনুসারে প্রাণ রক্ষার্থে তোমার নিকটে
২১ যাইবে। এবং তোমাদের ও ইহাদের আহারার্থে উপযুক্ত সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় কর।
২২ তাহাতে নোহ সেই রূপ করিল, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই তাবৎ কর্ম্ম করিল। ৺৬

৭ অধ্যায়।

১ জাহাজ আরোহণ করিতে নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ৭ ও নোহের ও তাহার পরিবারের ও পশু প্রভৃতির জাহাজ আরোহণ, ১৭ ও প্লাবনের বিবরণ।

১ পরমেশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে আরোহণ কর, কেননা এই কালে তোমাকেই
২ সাধু দেখিতেছি। অতএব পৃথিবীতে যেন এই সকলের বংশ থাকে, তন্নিমিত্তে শুচি পশুর স্ত্রী
৩ পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত * যোড়া, এবং অশুচি পশুর স্ত্রী পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির দুই যোড়া, এবং খেচর পক্ষিগণের স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত * যোড়া আপনার সঙ্গে লও।
৪ কেননা সপ্তাহের পর আমি চল্লিশ দিবারাত্রি পৃথিবীতে বৃষ্টি করাইব, এবং পৃথিবীস্থিত আমার সৃষ্ট
৫ তাবৎ প্রাণী বিনষ্ট করিব। তখন নোহ পরমেশ্বরের
৬ আজ্ঞানুসারে তাবৎ কর্ম্ম করিল। এই নোহের ছয়শত

* (হেব্র) সাত সাত।

বৎসর বয়সের সময়ে পৃথিবীতে জল প্লাবন হইল। ৩৭

৭ পরে জলপ্লাবনের ভয়ে নোহ্ ও তাহার স্ত্রী ও পুত্রগণ এবং পুত্রবধূগণ সকলে জাহাজে আরোহণ
৮ করিল। এবং নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি
৯ ও অশুচি পশু ও পক্ষী ও ভূচর উরোগামি জন্তুগণ
১০ যোড়া২ জাহাজে আরোহণ করিল। পরে সপ্তাহ গত
১১ হইলে পৃথিবীতে জলপ্লাবনের আরম্ভ হইল। তাহাতে নোহের বয়সের ছয় শত বৎসর দ্বিতীয় মাসের সপ্ত দশ দিনে মহাসমুদ্রের সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল,
১২ এবং আকাশস্থ মেঘ দ্বার সকল মুক্ত হইল। তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবা রাত্রি মুষল ধারে বৃষ্টি হইতে
১৩ লাগিল। সে দিনে নোহ্ ও তাহার স্ত্রী, ও শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামক তিন পুত্র ও পুত্রবধূগণ জাহাজে
১৪ আরোহণ করিল। এবং প্রত্যেক জাতীয় গ্রাম্য ও বন্য পশু ও প্রত্যেক জাতীয় উরোগামি জন্তু এবং প্রত্যেক
১৫ জাতীয় ভূচর ও খেচর পক্ষী তাবৎ সজীব প্রাণী *
১৬ স্ত্রীপুরুষ যুগ্ম২ হইয়া নোহের নিকটে জাহাজে আরোহণ করিল। এবং ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাবৎ প্রাণির স্ত্রীপুরুষ যোড়া২ আরোহণ করিলে পর পরমেশ্বর দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ৩৮

১৭ এই রূপে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত প্লাবন হইল, এবং জল বৃদ্ধি পাইলে জাহাজ মৃত্তিকা ছাড়িয়া ভাসি-

---

* (হ্রি) যাহাতে জীবাত্মার নিশ্বাস প্রশ্বাস।

১৮ য়া উঠিল। পরে ক্রমেং পৃথিবীতে অতিশয় জলবৃদ্ধি
১৯ হইলে জাহাজ ভাষিয়া গেল। এই রূপে পৃথিবীতে
অত্যন্ত জল বাড়িল ; তাহাতে আকাশের নীচস্থ তাবৎ
২০ মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল, ও তাহার উপরে পনের হাত
২১ জল উঠিলে সকল পর্ব্বত মগ্ন হইল। তাহাতে ভূচর
২২ তাবৎ প্রাণী মরিল ; ফলতঃ পক্ষী এবং গ্রাম্য ও বন্য
পশু ও পৃথিবীর উরোগামি জন্তু ও মনুষ্য ও শুষ্ক
২৩ ভূমিস্থ তাবৎ প্রাণী মরিল। এই রূপে পৃথিবীর উপ-
রিস্থ প্রত্যেক প্রাণী, অর্থাৎ মনুষ্য ও পশু ও উরো-
গামি জন্তু ও আকাশীয় পক্ষি সকল বিনষ্ট হইল ;
পৃথিবীতে সমস্তই বিনষ্ট হইল, কেবল নোহ ও তাহার
২৪ সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণিরা বাঁচিল। এই রূপে পৃথিবী
জলপ্লাবিত হইলে এক শত পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত জল
থাকিল। ৩৯

৮ অধ্যায়।

১ প্লাবনের হ্রাস, ৬ ও দাড়কাককে উড়াইয়া দেওন,
১০ ও কপোতকে উড়াইয়া দেওন, ১৫ ও জাহাজ-
হইতে নামিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ২০ ও ঈশ্বরের
উদ্দেশে নোহের আহুতি করণ ও তাহার প্রতি
ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

১ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গি জাহাজস্থিত
পশ্বাদি তাবৎ প্রাণিকে স্মরণ করিয়া পৃথিবীতে প্রবল
২ বায়ু বহাইলে জল নিবৃত্ত হইল। এবং মহাসমুদ্রের

উনুই ও আকাশের মেঘদ্বার সকল বন্ধ হইলে আকা-
৩ শের বৃষ্টিনিবৃত্ত হইল। তাহাতে ক্রমে২ জল বহিয়া
৪ এক শত পঞ্চাশ দিনে হ্রাস পাইল; এবং সপ্তম
মাসের সপ্তদশ দিনে অরারট্ নামক পর্ব্বতের উপরে
৫ জাহাজ লাগিয়া রহিল। পরে ক্রমে২ দশ মাস পর্য্য-
ন্ত জল বহিয়া * অল্পতর হইল; ঐ দশ মাসের প্রথম
দিনে পর্ব্বতগণের শৃঙ্গ দৃষ্ট হইল। ৪০

৬ অপর আরো চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ্ আপন
নির্ম্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া একটা দাঁড়কাক-
৭ কে উড়াইয়া দিল। তাহাতে সে পৃথিবীর জলশুষ্ক
৮ হওন পর্য্যন্ত গতায়াত করিল। পরে নোহ্ ভূমির
জল হ্রাস বুঝিবার জন্যে পুনর্ব্বার এক কপোতকে
৯ উড়াইয়া দিল। তাহাতে পৃথিবী জলাচ্ছাদিত প্রযুক্ত
সে পদার্পণ করিবার স্থান না পাইয়া পুনর্ব্বার জাহা-
জে তাহার নিকটে প্রত্যাগমন করিল; তখন নোহ্
হস্ত বিস্তার করিয়া কপোতকে ধরিয়া জাহাজের ভি-
তরে আপনার নিকটে আনিল। † ৪১

১০ অপর আর সপ্তাহ বিলম্বে নোহ্ জাহাজহইতে সেই
১১ কপোতকে উড়াইয়া দিল। তাহাতে সে চঞ্চুদ্বারা
জিত বৃক্ষের এক পত্র ছিঁড়িয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে তাহা-
র নিকটে ফিরিয়া আইল; তাহাতে পৃথিবীর জলের
১২ আরো হ্রাস হইয়াছে, নোহ্ ইহা বুঝিল। পরে আর

* (ইব্র) আসিয়া যাইয়া। † (ইব্র) প্রবেশ করাইল।

এক সপ্তাহ গত হইলে নোহ সেই কপোতকে উড়াইয়া দিল, কিন্তু সে তাহার নিকটে আর ফিরিয়া
১৩ আইল না। নোহের বয়সের ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীতে জল শুষ্ক হওনের উপক্রম হইল; তাহাতে নোহ্ জাহাজের ছাত খুলি-
১৪ য়া অবলোকন করিয়া ভূমিকে শুষ্ক দেখিল। এইরূপে দ্বিতীয় মাসের সাতাইশ দিনে পৃথিবী শুষ্ক হইল। ৪২
১৫ পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি এখন আপন স্ত্রী ও
১৬ পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজহইতে
১৭ নাম। এবং তোমার সহিত যে পশু ও পক্ষী ও পৃথিবীর উরোগামী প্রভৃতি জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার সঙ্গে বাহিরে আন; তাহাতে তাহারা
১৮ পৃথিবীতে অনেক হউক্ এবং পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হউক্। তখন নোহ্ আপন স্ত্রী ও পুত্রগণ ও
১৯ পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ হইতে নামিল। এবং স্ব২ জাত্যনুসারে প্রত্যেক পশু ও পক্ষী ওউরোগামী ও তাবৎ ভূচর জন্তু নির্গত হইল।

২০ অনন্তর নোহ্ পরমেশ্বরের উদ্দেশ যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া কতক শুচি পশু ও শুচি পক্ষী লইয়া বেদির
২১ উপরে হোম করিল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহার * সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া মনে২ কহিলেন, মনুষ্যদের দোষে পৃথিবীকে আর অভিশাপ দিবনা; যদ্যপি বাল্য-

* (ইব্র) বিশ্রামের।

কালাবধি মনুষ্যের মনের কল্পনা দুষ্ট, তথাপি যেমত করিলাম, সেমত আর কখনো তাবৎ প্রাণিকে সংহার
২২ করিব না। যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকে, তাবৎ * বপনের ও ছেদনের সময়, এবং শীত ও গ্রীষ্ম, এবং গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, এবং দিবা ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না। ৪৩

৯ অধ্যায়।

১ নোহের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ৮ ও নোহের সঙ্গে ঈশ্বরের নিয়ম স্থির করণ, ১৮ ও নোহের মত্ত হওনের বৃত্তান্ত ও কনিষ্ঠ পুত্র হামকে অভিশাপ দেওন, ২৮ ও নোহের মৃত্যু।

১ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া
২ পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। পৃথিবীর তাবৎ পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূচর উরোগামি জন্তু ও সমুদ্রের মৎস্য সকলেই তোমাদের হইতে ভীত ও শঙ্কাযুক্ত হইবে, এই
৩ সকল তোমাদের হস্তে সমর্পিত আছে। প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে, আমি হরিদ
৪ ওষধির ন্যায় এই সকল তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু
৫ সজীবন অর্থাৎ সরক্ত মাংস ভোজন করিও না। আমি তোমাদের ও জীবনরূপ রক্তপাতের পরিশোধ লইব; আমি পশুর নিকটে ও মনুষ্যের নিকটে ও তাহার

* (ইব্র) পৃথিবীর তাবৎ দিন।

পরিশোধ লইব; প্রত্যেক মনুষ্যের * নিকটেই মনুষ্যের
৬ জীবনের পরিশোধ লইব। যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত
করিবে, মনুষ্য কর্ত্তৃক তাহার রক্তপাত হইবে; কেননা
৭ পরমেশ্বর আপন সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।
তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীতে
বহুতর হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হও। ৪৪

৮ অপর ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গি পুত্রগণকে
৯ কহিলেন, দেখ, তোমাদের ও তোমাদের ভাবিবংশের
১০ ও তোমাদের সঙ্গি জাহাজ হইতে নির্গত গ্রাম্য ও
বন্য পশু ও পক্ষি প্রভৃতি পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণির
১১ সহিত আমি নিয়ম স্থির করি। আমি তোমাদের
সহিত এই নিয়ম স্থির করি, জলপ্লাবনের দ্বারা তাবৎ
প্রাণী আর বিনষ্ট হইবে না; এবং জলপ্লাবনের দ্বারা
১২ পৃথিবীও আর কখনো বিনষ্ট হইবে না। ঈশ্বর আরো
কহিলেন, আমি তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গি তাবৎ
প্রাণির ও ভাবিবংশের সহিত যে নিয়ম স্থির করি,
১৩ তাহার এই এক চিহ্ন থাকিবে। আমি মেঘে আপন
ধনুঃ স্থাপন করি, তাহা পৃথিবীর সহিত আমার নিয়-
১৪ মের চিহ্ন হইবে। যে সময়ে আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে
মেঘের সঞ্চার করিব, এবং সেই মেঘধনু দৃষ্ট হইবে,
১৫ তৎকালে তোমাদের ও প্রত্যেক প্রকার প্রাণির
সহিত আমার এই নিয়ম আছে, ইহা আমার স্মরণে

* (ইব্র) মনুষ্যের ভ্রাতার।

হইলে তাবৎ প্রাণি বিনাশের জন্যে আর জলপ্লাবন
১৬ হইবে না। কেননা মেঘধনুকের প্রতি আমার দৃষ্টি-
পাত হইলে পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণির সহিত আমার
চিরস্থায়ি নিয়ম আছে, ইহা আমার স্মরণে আসিবে।
১৭ ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণির সহিত
আমার স্থাপিত নিয়মের এই লক্ষণ ইহবে। ৪৫
১৮ ঐ শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে নোহের যে তিন পুত্র
জাহাজ হইতে বহির্গত হইল, তাহাদের মধ্যে হাম্
১৯ কিনান্ বংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিল। নোহের এই তিন
২০ পুত্রের বংশেতে তাবৎ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। পরে
২১ নোহ কৃষি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিল।
তাহাতে সে দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হইয়া তাম্বুর
২২ মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িল। তাহাতে কিনানের পিতা
হাম্ আপন পিতাকে উলঙ্গ দেখিয়া বাহিরে আপন
২৩ দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। তখন শাম্ ও যেফৎ
তাহার বস্ত্র লইয়া স্কন্ধেতে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া
উলঙ্গ পিতাকে আচ্ছাদিত করিল; তাহারা পশ্চাৎ
২৪ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতা দেখিল না। পরে নোহ দ্রাক্ষা-
রসের নিদ্রাহইতে জাগ্রত হইয়া আপন কনিষ্ঠ পুত্রের
আচরণ জানিয়া কহিল, কিনান্ অভিশপ্ত হউক্ *,
২৫ সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে। সে আরো
২৬ কহিল, শামের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য হউন্; কিনান্

* (বা) হইবে।

শামের দাস হইবে, ও ঈশ্বর যেফতের উন্নতি করি-
২৭ বেন; তাহাতে সে শামের তাম্বুতে বাস করিবে, ও
কিনান্ তাহার দাস হইবে। ৪৬
২৮ জলপ্লাবনের পরে নোহ আর তিন শত পঞ্চাশ
বৎসর বাঁচিল। এবং নোহ্ সর্ব্বশুদ্ধা নয় শত পঞ্চাশ
২৯ বৎসর বয়সের সময়ে প্রাণত্যাগ করিল। ৪৭

১০ অধ্যায়।

১ নোহের জ্যেষ্ঠপুত্র যেফতের বংশাবলি, ৬ ও কনিষ্ঠ পুত্র হামের বংশাবলি, ২১ ও মধ্যম পুত্র শামের বংশাবলি।

১ ঐ নোহের শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামক তিন পুত্রের
বংশাবলি। জলপ্লাবনের পরে তাহাদের এই সকল
২ সন্তান সন্ততি হয়। গোমর ও মাজূজ্ ও মাদয়্ ও
যূনান্ ও তূবল্ ও মেশক্ ও তীরস্, ইহারা যেফতের
৩ পুত্র। অস্কিনস্ ও রীফৎ ও তোগর্ম, ইহারা গোমরের
৪ পুত্র। এবং ইলীশা ও তর্শীশ্ ও কিত্তীম্ ও দোদানীম্,
৫ ইহারা যূনানের পুত্র। এই সকল হইতে নানা উপদ্বী-
পের দেবপূজকগণ স্থানে২ বিভক্ত হইল, এবং সকলের
পৃথক২ ভাষা ও বংশ ও জাতি হইল। ৪৮
৬ এবং কূশ্ ও মিসর্ ও পূট্ ও কিনান্, ইহারা হামের
৭ পুত্র। সিবা ও হবীলা ও সব্তা ও রয়মা ও সব্তিকা,
৮ ইহারা কূশের পুত্র। এবং রয়মার পুত্র শিবা ও দিদন্।
৯ এবং কূশের পুত্র নিম্রোদ্; সে পৃথিবীর মধ্যে পরা-

ক্রমী হইতে লাগিল ও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে, পরা-
ক্রান্ত ব্যাধ হইল ; অতএব লোকেরা অদ্যাপি এই
১০ দৃষ্টান্ত কহে, পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিম্রোদের তুল্য
পরাক্রান্ত ব্যাধ । এবং শিনিয়র্ দেশে বাবিল্ ও
১১ এরক্ ও অক্কদ্ ও কল্নী, এই সকল নগর তাহার প্রথম
রাজ্য হইল। সে তথাহইতে অশূরিয়া দেশে গিয়া
১২ নিনিবী ও রিহোবোৎ ও কেলহ্ ও নিনিবী ও কেল-
১৩ হের মধ্যস্থিত মহানগর রেযন্, এই সকল নগরের
১৪ পত্তন করিল। এবং লূদীয় ও অনামীয় ও লিহাবীয়
ও নপ্তুহীয় ও পথ্রষীয় ও পিলেষ্টীয়দের আদি পুরুষ
১৫ কস্লূহীয় এবং কপ্তোরীয়, এই সকল মিসরের, পুত্র ।
১৬ ঐ কিনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীদোন্, তাহার পর হেৎ ও
১৭ যিবূষীয় ও ইমোরীয় ও গির্গাশীয় ও হিব্বীয় ও অর্কীয়
১৮ ও সীনীয় ও অর্বদীয় ও সিমারীয় ও হমাতীয়, এই
১৯ সকল পুত্রেতে কিনান্ দেশ ব্যাপিয়া গেল । তাহাতে
সীদোন্ হইতে গিররের দিগে অসা অবধি এবং
সিদোম্ ও অমোরা ও অদ্মা ও সিবোয়ীম্ ও
২০ লেশা পর্য্যন্ত কিনানীয়দের বসতির সীমা ছিল । এই
সকলেই হামের বংশ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী ও
ভাষা ও দেশ ও জাতী ভেদ ছিল । ৪৭

২১ জেষ্ঠ যেফতের ভ্রাতা শাম্ ইব্রীয় লোকের আদি
পুরুষ ছিল,এবং তাহারও সন্তান সন্ততি ছিল। তাহার
২২ এই সকল বংশ, এলম্ ও অশুর্ ও অর্ফক্ষদ ও লূদ্

২৩ ও অরাম্। ঐ অরামের বংশ ঊষ্ ও হূল্ ও গেথর্ ও
২৪ মশ্। এবং অর্ফক্ষদের বংশ শেলহ ও শেলহের পুত্র
২৫ এবর্। ঐ এবরের দুইপুত্র; একের নাম পেলগ্ (অর্থাৎ ভাগ), কেননা তৎকালে পৃথিবী বিভক্তা হই-
২৬ ল; তাহার ভ্রাতার নাম যক্তন্। এবং যক্তনের পুত্র
২৭ অল্মোদদ ও শেলফ্ ও হৎসর্মাবৎ ও যেরহ ও
২৯ হদোরাম্ ও ঊষল্ ও দিক্ল ও ওবল্ ও অবীমায়েল
৩০ ও শিবা ও ওফীর্ ও হবীলা ও যোবব্। এ সকল
৩১ যক্তনের বংশ। মেষা অবধি পূর্ব্বদিকের সিফর পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাহাদের বসতি ছিল। এই সকলেই শামের
৩২ বংশ; ইহাদের মধ্যে দেশ ও গোষ্ঠী ও ভাষা ও জাতি ভেদ ছিল। এই সকলের গোষ্ঠী ও জাতি ভেদ থাকিলে ও তাহারা নোহের পুত্রদের বংশ ছিল; এবং জলপ্লাবনের পরে ইহাদের হইতে নানা জাতি পৃথিবীতে বিভক্ত হইল। ৫০

ইতি মিশনরি কৃতভাষা।

৩ পত্রের ❋ ১ চিহ্নের পরে ১২। ১৩। ১৪। ১৫ পত্রে পাঠ করিয়া তৎপরে চতুর্থাধ্যায় মূসা কথিত ইত্যাদি পাঠ করিবেন। ছাপা করিবার ভ্রমে অত্র গোলোযোগ হইয়াছে ॥

শ্রীশ্রী গণপতয়ে নমঃ ॥

ধর্ম্মবিবেচনা
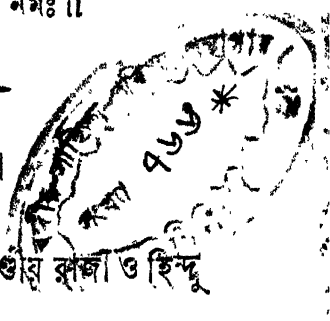
অর্থাৎ উপস্থিত কালে ইংলণ্ডীয় রাজা ও হিন্দু প্রজার ধর্ম্ম বিবেচনা ॥

মূসাকথিত আদি পুস্তকে সৃষ্টি প্রকরণ দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত অত্র পুস্তকে লিখিত হইল। যদ্দ্বারা উভয় শাস্ত্রের পারিপাট্য বুদ্ধিমন্ত জন গণের বিবেচ্য হইবেক ॥

মূসাকথিত আদি পুস্তকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে সর্ব্বাদ্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ঈশ্বরকরিলেন। পৃথিবী বস্তুহীন ও প্রাণি শূন্য এবং অন্ধকার গভীর জলের উপর ছিল, এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অর্থাৎ জলের মুখের উপরে ব্যাপ্ত ছিলেন কথিত হইয়াছে ॥

হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রবক্তা ভগবান্ মনু কহেন যে পরম ক্ষমতাবন্ত জগৎ পতির মনে অন্ধকার ময় জগৎ অব্যক্ত ছিল জগৎ রচনা করিবার ইচ্ছা মাত্রই জলের জন্ম হউক আজ্ঞা হইল ইহাতেই প্রথম জলের সৃষ্টি হইল জলে আপন স্বরূপ শক্তি বীজ জগদাত্মা অর্পণ করিলেন সেই বীজ অণ্ড হওত দ্বিখণ্ডে পৃথিবী ও আকাশ হইল।

মূসাকথিত সৃষ্টি প্রকরণ ঈশ্বর সামান্য কর্ম্ম কারকেরন্যায় একসপ্তাহে ক্রমেং কোনদিবসপৃথিবী, আকাশ কোন দিবস দীপ্তি, কোন দিবস জল ও সমুদ্র; চতুর্থ

দিবসে চন্দ্র ও সূর্য্য; পর দিবসে জল জন্তু, তৎপরে পৃথি-
বীতে পশু ও পক্ষী ইত্যাদি সৃজন বর্ণন হইয়াছে। এবং
উক্ত বর্ণনায় অসংলগ্ন কথিত যে প্রথম দিবসে দীপ্তি
সৃষ্টি হইল, পরে চতুর্থ দিবসে চন্দ্র ও সূর্য্য সৃজন হইলেন
অতএব চন্দ্র সূর্য্য ব্যতীত দীপ্তি যে কথিত হয় ইহার অর্থ
হিন্দুজাতির বোধ গম্য হয়না ঃ হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা
জগৎ রচনা বৃত্তান্ত কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা সত্ব, রজ, তমো,
এইতিন গুণ ব্যক্ত হওত সামুদায়িক জগৎ যৎ শৃঙ্খলায়
প্রকাশ হইয়াছে এবং যে প্রকারে লয় হইবেক ইহা অস্মা-
দাদির কৃত সংগ্রহ বিজ্ঞান কুসুমাকর নামক পুস্তকে
লিখিত হইয়াছে দৃষ্ট হইলেই ধর্ম্মের পারিপাট্য সুব্যক্ত
হইবেক ॥

মূসাকথিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় আদম মৃত্তিকা
হইতে নির্ম্মিত, এবং আদমের পিঞ্জর হইতে তৎপত্নী
নির্ম্মাণ কথিত হইয়াছে উক্ত বিবরণ হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রাভি-
প্রায়ে বর্ণিত আছে বিজ্ঞান কুসুমাকর সংগ্রহে প্রাপ্ত হই-
বেক। তৎপরে এদন্ নামক উদ্যানে আদমের বাসহইল
এবং উদ্যানের শত মধ্যস্থলে অমৃত বৃক্ষ অর্থাৎ যে
বৃক্ষের ফল ভোজনে মরণ হইবেকনা এবং সদসৎ জ্ঞানদ
বৃক্ষ অর্থাৎ সৎ ও অসৎ জ্ঞান যে বৃক্ষের ফল ভোজনে হয়
উৎপন্ন করিয়া অন্য ২ সকল বৃক্ষের ফলাহারে অনুজ্ঞা
হওনানন্তর কেবলঅমৃত ও জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল নিষেধ
হইল। আদমের বনিতা খল পশু সর্প অর্থাৎ পরমেশ্বরের
বৈরির অনুমতি ক্রমে স্বীয় স্বামীকে ফলভক্ষণ করাইলেক।

ঈশ্বর বৈকালে উদ্যানে আগমনে আদমকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে২ আদম উলঙ্গ বিধায়ে স্বীয় লজ্জা ব্যক্ত করণে সদসদ জ্ঞানদ বৃক্ষের ফল আদমের ভোজন ঈশ্বরের অনুমান হইল ইহাতে ঈশ্বর কোপিত হওত আদমকে অভিশপ্ত করিলেন এবং মনুষ্য বংশ তদবধি আজ্ঞা হেলনে পাতকী হইল ॥

হিন্দুপ্রজার অভিপ্রায় জগৎপতিপ্রতি এতাদৃশ অজ্ঞতা বর্ণন অসংলগ্ন বোধহয় যেহেতুক জগৎস্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞতা বিহীন উক্ত রচনায় প্রকাশ হইতেছে, এবঞ্চ সৎ ও অসংজ্ঞান বিহীন আদম যাহার স্বীয় উলঙ্গতা বোধশূন্য ছিল এবম্ভূত মনুষ্যের আদি পুরুষ কিম্ভূত কিমাকারে উদ্যানের সতমধ্যস্থল এবং শত২ বৃক্ষের মধ্যেঅমৃত এবং জ্ঞানদবৃক্ষ পরিচিত হইতেপারে অর্থাৎ বুঝিবার ক্ষমবান হইতে পারে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে খলপশু তমোগুণাশ্রয়ে সৃজন হইয়াছে মনুকথিত করেন যথা জগতের মনুষ্য ও যাবদীয় জীবজন্তু সকলেই তমোগুণাশ্রয়ে সৃষ্ট হইয়াছে উক্ত বিবরণ বিজ্ঞান কুসুমাকর সংগ্রহে অতি যুক্তিসিদ্ধ রূপে প্রাপ্ত হইবেক; অতএব সর্ব্বজাতীয় ঈশ্বরের কৃপা পাত্র বুদ্ধিমান মহাশয়রা শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠতা অবধারণ করিবেন। ।*।

চতুর্থাধ্যায় মুসাকথিত আদমের পুত্র কাবিল মেষ পালক হাবিল কৃষক হইল। কাবিল আপন মেষের প্রথম জাত হৃষ্টপুষ্ট পশু উৎসর্গ করিল তাহাতে হাবিলের উৎসৃষ্ট পশু ঈশ্বর গ্রাহ্য করিলেননা।

উক্তবৃত্তান্তে এবং মূসা উক্ত পুস্তকে শত২স্থলে ঈশ্বরের প্রতি বেদী ও হোম করত দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ কথিত আছে ইহা সাম্প্রদায়িক হিন্দুশাস্ত্রে অভিপ্রেত কথিত হইয়াছে, যথা গৃহাশ্রমধর্ম্মে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পঞ্চোপাসনা যৎ সাধনা ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা সামান্য বস্তু বিজ্ঞানে অর্থাৎ পরিক্রম বিজ্ঞানে বাষ্পীয় জাহাজ এবং নানা অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন। অতএব হিন্দু উক্ত পঞ্চভূতের এবং তৎসৃষ্টার হোমযাগবলিআদি অদ্যাপিও দিতেছেন।

হাবিল ও কাবিল ভ্রাতা দ্বয়েরমধ্যে কনিষ্ঠের উৎসর্গীয় শস্য গ্রহণ হইবায় জ্যেষ্ঠরাগত হওত ঈশ্বরের আজ্ঞা. যথা কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের বশীভূত থাকিবেক অগ্রাহ্য করত জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বধ করিলেন ইহাতেই পুনর্ব্বার ভূমি অভিশপ্তা হইলেন ইহাই চতুর্থাধ্যায় মূসা কথিত করেন কিন্তু পূর্ব্বাধ্যায় আদমের ফলভক্ষণে ভূমিতে শেয়ালকাঁটা বৃক্ষ ইত্যাদি হইবেক, তথাচ অদ্যাপি সর্ব্বরত্ন এবং অঙ্গুর দ্রাক্ষ ইত্যাদি নানা উপাদেয় ফল পৃথিবীতে উৎপন্ন হইতেছে এবং ইহার পারিপাট্য হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত উক্ত বিজ্ঞান কুসুমাকর সংগ্রহে দৃষ্টকরিলেই শ্রেষ্ঠতা বিজ্ঞান হইবেক।

অপরে মূসা কথিত চতুর্থাধ্যায় কাবিল পরমেশ্বরকে কহিল যে আমি তোমার সাক্ষাতে বহিষ্কৃত এবং পৃথিবীতে পর্য্যটন ও ভ্রমনকারী হইলে কোনলোক আমাকে পাইলেই বধ করিবেক, তাহাতে পরমেশ্বর কহি

লেন যে কেহ কাবিলকে বধ করিবেক তাহার সপ্তগুণদণ্ড পাইবেক এই জন্য কাবিলের পরমেশ্বর এক চিহ্ন রাখি- লেন। মূসা মহাশয়ের উক্ত বর্ণনে মূসা কথিত সৃষ্টি প্রক রণের পূর্ব্ব হিন্দুজাতি প্রাচীন বংশ ইহাই প্রত্যক্ষ হইল, নচেৎ আদম প্রথম সৃষ্টি হয়েন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যে অন্য হইতে বধ হইবেক এতাদৃশ আশঙ্কা থাকিত না। তৎপরে উক্ত চতুর্থাধ্যায় আদমের নবম পুরুষ লেমক উক্ত লেম- কের দুইপত্নী আদা ও শিল্লা ঐ দুইস্ত্রীর গর্ভজাত যাবল নামক পশু পালকের আদিপুরুষ এবং যুবল নামক বাদ্য করের আদি পুরুষ ও ওবল কাবিল নামক একপুত্র লৌহ কার হইল॥

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে সত্ত্ব রজ তমোগুণাশ্রয়ে সর্ব্বকর্ম্ম হইতেছে অর্থাৎ যে পুরুষ যেগুণে উদ্ভব তদগুণ সম্বলিত কর্ম্ম কারক হইতেছে ইহা বিজ্ঞান কুসুমাকর সংগ্রহে বিশেষ ব্যক্ত হইবেক।

লেমকের দুইস্ত্রী ইহাও হিন্দুদিগের ব্যবহার দৃষ্টে হইয়াছিল নিঃসন্দেহে প্রাপ্ত হইতেছে, এতদ্ভিন্ন হিন্দুদি- গের বহুবিবাহ শাস্ত্রে কথিতের তাৎপর্য্য মূসা উক্ত আদ মের পিঞ্জর হইতে তাঁহার পত্নী উৎপন্না হইলেন ইহাতে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তোমরা বংশ বৃদ্ধি করহ এবং পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, ইত্যাদি সকলেই বংশবৃদ্ধি করিতে আশি প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহী- তোক্তি যেহেতুক বহুহইবার যেশ্রুতি যত্তাংধর্ম্মে স্নন সৃষ্টি প্রকরণ কহিয়াছেন বিজ্ঞান কুসুমাকরে উদিত হইয়াছে

অত্র ইষ্টাপত্তিতে হিন্দুরবহু বিবাহ শাস্ত্রাজ্ঞা প্রমাণ করিতেছেন কারণ স্ত্রীলোকেরগর্ব্ভ হইলে একবৎসর যাবত্ গর্ব্ভধারিণাশক্তিচ্যুতা হয়েন, কিন্তু পুরুষহইতে সম্বৎসরে দ্বাদশগর্ব্ভ উৎপন্ন সম্ভাবনা হইতেছে, অত্র শাস্ত্রাভিপ্রায় দেবানুগ্রহীত বুদ্ধিমান গণ বিবেচনা করিলেই হিন্দুপ্রজা শাস্ত্রাধ্যক্ষ প্রমাণ হইবেক।

পশ্চাৎ মূসাকৃত পঞ্চমাধ্যায় ২১।২২।২৩।২৪ শ্লোকে কথিত যে হানোক নিথূশেলেহ নামক পুত্র উৎপন্ন করত ঈশ্বরের সহগামী হইয়া তিনশত বৎসর বয়সে অন্তর্হিত হইলেন এবং ঈশ্বর আপনার নিকটে হানককে লইয়া গেলেন।

ইতিপূর্ব্ব আদিপুরুষ আদম অবধি নরকুল পাতকী হইল।

কথিত আছে, কিন্তু সপ্তম পুরুষের পুরুষ হানক সৎচরিত্রান্বিত প্রযুক্ত ঈশ্বরেরনিকট গমনকরিলেন ইহাও কথিত হইল অতএব হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়েই যে সত্ত্বরজস্তমোগুণে জগৎ সৃজন সত্ত্ব সত্কর্ম্ম করিলেই ঈশ্বর প্রাপ্তি, অসৎকর্ম্মকারী পাতকী; আশ্রমধর্ম্মে যাবদীয় কর্ম্ম অসৎ, ঈশ্বর আরাধনা সৎ, ইহার বিশেষ বিজ্ঞান কুসুমাকর সংগ্রহে বুদ্ধিমান মহাশয়েরা প্রাপ্ত হইবেন।

তদনন্তরে, মূসাকথিত নূহ হনকের পৌত্রলেমক পৃথিবীতে ঈশ্বরের অভিশম্পাৎ সান্তনা কারী আপন সন্তান নোহ উৎপন্নকরিল পরে ষষ্ঠাধ্যায় মূসাকথিত যে পৃথিবীতে মনুষ্যের বৃদ্ধি এবং পরমসুন্দরী কন্যা নরকুলে উৎ

পায় দৃষ্টে ঈশ্বরীয় লোকেরা নারীবিবাহ করণানন্তর ঈশ্বর মনুষ্যের পরমায়ু একশত বিশবৎসর করিলেন।

উক্ত বিবরণ. হিন্দু পৌরাণিক শাস্ত্রে এবং ভারতে বর্ণনা যথা অর্জুনের শিবের সঙ্গে যুদ্ধ এবং কলিতে নর লোকের বিশাল্পয় বৎসর পরমায়ু পৌরাণিক প্রমাণে লিখিত আছে। কিন্তু মনূক্ত যুগ চতুষ্টয়ের আয়ুর্ব্বর্ণন যথা।

অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষ শতায়ুষঃ। কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষা মায়ুর্হ্রসতিপাদশঃ ॥ মনু ১।৮৩ ।

সত্যযুগে ৪০০ বৎসর; ত্রেতায় এক পাদহীন হইলেই ৩০০ বৎসর. দ্বাপরে একপাদ ৭৫ বৎসর ন্যূনে ২২৫ বৎসর; কলিতে একপাদাভাবে ১৬৮। ৯ বৎসর নয়মাস পর মায়ু সংখ্যা হইতেছে। এবং অদ্যাবধি দেশদেশান্তরে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবিত দৃষ্ট হইতেছে। এপ্রযুক্ত হিন্দুর তাবদীয় শাস্ত্রেরমধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রভগবান্ ব্যাসদেব স্বীয় সংহীতায় কথিত করেন।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে ।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥
ইতি ব্যাসসংহিতা ।

যেখানে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ বিরোধ দৃষ্টহয় তথায় শ্রুতি প্রামাণ্য হয়; যেখানে স্মৃতি পুরাণ বিরোধ সেখানে স্মৃতি প্রামাণ্য শ্রেষ্ঠ হইবেক।

অস্যার্থ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে স্থিরসিদ্ধান্ত স্মৃতিশাস্ত্রেই প্রাপ্তহয়; নচেৎ ভারত ও পুরাণে রূপক বর্ণনা, প্রযুক্ত

বিষয় সুগোচর হওন মীমাংসাব্যতীত হয়না, ইহাতেই মিসনরিগণ পৌরাণিক অর্থ অমীমাংসায় পাদরি মণ্ডী সাহেব হিন্দুধর্ম্মে দোষার্পণকরত স্বীয়পুস্তক প্রস্তুত করিয়া রাজ্যেশ্বরের যথার্থ বিবেচনা রোধ করাইয়াছেন নচেৎ পুরাণ ইতি হাসের অর্থ মীমাংসা সহবোধহইলে বেদ তুল্য সকলেই মান্য এবং স্মৃত্যুক্ত যাবদীয় বিবরণরূপকে অর্থাৎ ইতিহাস সহযোগে ভারত এবং পুরাণে কথিত হইয়াছে।

তদনন্তরে মূসা কথিত ৭। ৮ অধ্যায় লেমকের পুত্র নোহপ্রতি ধার্ম্মিক এবং ঈশ্বরের সহগামী প্রযুক্ত পরম কারুণিকপরমেশ্বর করুণাবিস্তারণানন্তর কহিলেন যেপৃথিবীতে পাতক অধিক হওয়াতে জলপ্লাবন দ্বারা সকল জীব জন্তু বিনষ্ট করিব; অতএব তুমি বৃহৎ জাহাজ দীর্ঘ প্রস্থ এবং উর্দ্ধ অধ নানা কৌশল করত নোহ স্বয়ং এবং পত্নী ও তিন পুত্র এবং একং যোষিত পশু পক্ষ সংগৃহীত করত বৃহতজাহাজে উত্থিতহইয়া প্রাণরক্ষাকরিলেন অবান্তর পাতকী মনুষ্যসকল সংহার হইল।

ইতি পূর্ব্বেই মূসা উক্তি কথিত হইয়াছে যে কর্ম্মকার ইত্যাদির পূর্ব্বপুরুষাদি সৃষ্টি হইয়াছে পুনরায় স্বয়ং ঈশ্বর আগতহইয়া বুক্তি কহিলেন এবং পাতকী মনুষ্যসকল বিনাশ হইল। এবং পশু পক্ষ সমস্ত কিঅপরাধে নষ্ট হইল ইহা কথিত হইলনা এবং সদসদ জ্ঞানদ বৃক্ষেরফল পশু পক্ষী ভোজনকরিয়া পাতকী হইয়াছিল ইহাও বর্ণিত কোথাও হয়নাই তবে তাহারা কিপাতকে

অকাসে বিনষ্ট হইল এবং পশু পক্ষী অদ্যাপি বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত বটে ইহাও Natural নেটরেল ইতিহাসে ত্যাদি বহু পুস্তকে লিখিত হইয়াছে ইহারিবা তাৎপর্য্য কি, অতএব হিন্দুশাস্ত্রে কথিত যে জগৎপতির ইচ্ছা ক্রমেই জগৎ রচনা হইয়াছে ইচ্ছামাত্রেই প্রলয় হইবেক জগৎপতির মহিমার সীমা এতাদৃশ যে জগতে কোন পাপ এতাদৃশ হয়না যে জগৎপতির নাম উচ্চারণ এবং গ্রহণ করিলে ত্রাণ নাহয় ইত্যাদি জগত্পতির মহিমা বারম্বার ভূয় ২ সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। পাপমনুষ্য মাত্র হইতে হইতেছে মনষ্য পুনরায় স্বয়ং ক্রিয়াতে ত্রাণ প্রাপ্ত হই তেছে। যদি কহেন জগৎপতির নামে পাতকহইতে ত্রাণ কিপ্রকারে হইবেক, অত্রস্থলে প্রভু যীশু প্রতি এবং তাঁহার অদ্ভূত ক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাস করিলে জীবের সুচারুমতে স্বর্গে গমন হইবেক; অত্রস্থলে তাঁহারস্বর্গীয় পিতার পরম পবিত্র নামের প্রতি বিশ্বাস করিলে ত্রাণ হইবেক না অনুমানে কিম্বা কথনে অবশ্যই অধর্ম্ম হইবেক, ইহা সর্ব্ব বর্ণের বুদ্ধিমান মাত্রই স্বীকারকরিবেন, অত্র বৃত্তান্তের বাহুল্যতা পশ্চাৎ প্রাপ্তহইবেক।

মূসা কথিত অষ্টমের শেষ এবং নবমাধ্যায়।

নোহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া শুচি পশু পক্ষের হোমকরণে ঈশ্বর আঘ্রাণ গ্রহণে মনেং কহিলেন মনুষ্যের অপরাধে পৃথিবীকে আর অভিশাপ দিবনা, যদ্যাপি বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনের কল্পনা,

দৃষ্টি যে প্রকার করিলাম আর কদাচ তাবৎ প্রাণিকে সংহার করিবনা, যাবৎ পৃথিবী থাকিবেক তাবত শীত, গ্রীষ্ম, দিবা, রাত্রি, নিবৃত্তিহইবেক না। তাৎপর্য্যার্থ ইহাই বোধহয় যে আদম ফল ভোজন নাকরিলে শীত, গ্রীষ্ম, দিবা কিম্বা রাত্র হইত না কিন্তু মূসা উক্ত সৃষ্টি প্রকরণে প্রথম দিবসেই দিবা ও রাত্রি সন্ধ্যা ও প্রাতঃ সৃজন হইয়াছে।

উক্ত যজ্ঞ বেদী এবং হোম হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রের আজ্ঞা এযাবৎহিন্দুস্থলে ব্যবহার্য্য হইতেছে। বাল্যকালাবধি মনুষ্য গনের কল্পনা যাহা মূসা কথিত করেন ইহা হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মাবধি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তমো গুণাশ্রয়ে ব্যবহার করিতেছে। শীত, গ্রীষ্ম, দিবা, রাত্রি, যেপ্রকার হিন্দধর্ম্মশাস্ত্রেকথিত বিজ্ঞান সমাকর সংগ্রহে মুক্তি সিদ্ধ প্রাপ্ত হইবেক।

মূসা উক্তি পৃথক গমন শীল উরগামি জন্তু সকলি মনুষ্যের ভোজ্য; কিন্তু তথাচ সর্প; বৃশ্চিক, ব্যাঘ্র, হস্তি, সঃসর, শৃগাল, যোঁক, দংশক, মক্ষিকা, ভোজনে জীবনরক্ষা অসম্ভব অতএব উক্ত আজ্ঞা পালন হইতেছে না হিন্দধর্ম্ম শাস্ত্রে বহু জাতীয় মাংস ভোজনের বিধি আছে যথা মৎস্য, বরাহ, ছাগ, শঙ্গন, (পশুবিশেষ) চিত্র মৃগ, বহুশৃঙ্গ মৃগ, মহিষ, গযয়, গণ্ডার, উক্ত পশু মাংসে পিতৃশ্রাদ্ধ কথিত আছে অতএব উক্ত আভাস শ্রবণানন্তর অত্র বর্ণনোপলব্ধি হয়

মূসা উক্তি দণ্ডে নরহত্যা এবং সজীবন সরক্তমাংস ভোজন নিষেধ, কিন্তু উক্তাজ্ঞা, যুদ্ধবিগ্রহে কিম্বা মাংস ভোজনকালীন সংপূর্ণ পালন হইতেছেনা; বরঞ্চ হিন্দু জাতির শাস্ত্রাজ্ঞা সকল জাতিকে পালন করিতে হইতেছে যথা মনুর ৭ অধ্যায় ॥

সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্প্রজাঃ
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্ম মনুস্মরন্ ॥ ৮৭ ॥

প্রজারক্ষণ নিমিত্ত রাজা সম বলবান কিম্বা অল্পবলবান কিম্বা অধিক বলবান হইলেও স্বীয়ধর্ম্ম রক্ষণার্থে কদাচ যুদ্ধে নিবর্ত্ত হইবেননা ॥ ৮৭ ॥

আহবেষু মিথোন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্য পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৮৯ ॥

যুদ্ধেতে পরস্পর শত্রুবধেচ্ছা করিলে পরাঙ্মুখ নাহইয়া পরাক্রমে যুদ্ধে হত হইলে তৎক্ষণাত্ স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ॥ ৮৯ ॥

হিন্দুধর্ম্মে পরমার্থ ধর্ম্ম সাধনে" অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ ॥ কিন্তু আশ্রমধর্ম্মে পশুবধ করিতে বিধি আছে, অতএব মূসা উক্ত বচন এবং হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রায় বুদ্ধিমান বিচার করিলেই বিজ্ঞান হইবেক ।ইতি ।

পশ্চাৎ খণ্ডে নিউটেষ্টমেণ্ট অর্থাত্ সংশোধিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উপদেশ এবং হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম বিবেচনার্থে লিখিত হইল ইতি ॥

মূসা কথিত এবং তৃতীয়াধ্যায় ১৬ । ১৭ শ্লোকে যথা ঈশ্বর নারীকে উক্তফল ভোজনার্থে কহিলেন আমি তোমার প্রসববেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব তাহাতে তুমি অতিকষ্টে প্রসবহইবা এবং স্বামীর অধিনী থাকিবা স্বামী স্ত্রীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেক।

এবং উক্ত দ্বিতীয়াধ্যায় আদম কথিত যথা নর হইতে নারী জন্মিয়াছে অতএব নারীনাম উক্ত হইল এবং মনুষ্য পিতা মাতা ত্যাগকরিয়া আপনস্ত্রীতে আসক্ত হইবেক এবং একাঙ্গ হইবেক।

সর্ব্বজাতীয় বুদ্ধিমান মহাশয়দিগের সুগোচরার্থে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে শক্তির অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বর্ণন যথা প্রজাবৃদ্ধি হইবার অভিপ্রায়ে জগৎরচনাহইল ইহাতেই স্ত্রীলোকের স্বভাব মনূক্ত নবমাধ্যায় যথা।

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশং।
বিষয়েষু চসজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনোবশে ॥ ২ ॥

স্বামীপ্রভৃতি স্ত্রীদিগকে দিবারাত্রি স্বীয়২ বশীভূতায় রাখিবেক। এবং অনিষিদ্ধকর্ম্মে আসক্তহইলেও স্বীয়বশে অর্থাৎ দমনে রাখিবেক ॥ ২ ॥

পিতারক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তারক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি ॥ ৩ ॥

পিতা কৌমারকালে, ভর্ত্তা যৌবনে, বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান, রক্ষাকরিবেক কদাচ স্বতন্তর থাখিবেকনা। ৩।

ইমংহি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তোধর্ম্ম মুত্তমং ।
যতন্তে রক্ষিতুংভার্য্যাং ভর্ত্তারদুর্ব্বলা অপি ॥ ৬ ॥

সকলবর্ণেই স্ত্রীরক্ষারূপধর্ম্মকে উৎকৃষ্ট জানিয়া স্বামী দুর্ব্বল হইলেও ভার্য্যারক্ষা নিমিত্ত যত্ন করিবেক ॥ ৬ ॥

পতিভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভভূত্বেহ জায়তে ।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তেপুনঃ ॥ ৮ ॥

পতি শুক্ররূপে ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশকরিয়া পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়েন, জায়ার সেই জায়াত্ব যেহেতুক স্ত্রীতে পতি পুনর্ব্বার জন্মেন ইহাতেই স্ত্রীর নাম জায়া ॥ ৮ ॥

অরক্ষিতাগৃহেরুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ।
আত্মানমাত্মনায়াস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥ ১২ ॥

অরক্ষিতা স্ত্রী হইলে গৃহে বদ্ধকরিয়ারাখিলে স্ত্রী রক্ষা হয়না, যে স্ত্রী স্বয়ং রক্ষিতাহয় সেই সুরক্ষিতা হইল ॥ ১২ ॥

নৈতারূপং পরীক্ষন্তে নাসাংবয়সিসংস্থিতিঃ ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥ ১৪ ॥

স্ত্রীলোকরূপের বিচার করেনা, এবং যৌবনাদি বয়সকে আদর করেনা, সুরূপ কিম্বা কুরূপ পুরুষমাত্র হইলেই উপভোগকরে ॥ ১৪ ॥

পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চস্বভাবতঃ ।
রক্ষিতাযত্নতোপীহ ভর্ত্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে ॥ ১৫ ॥

পুরুষ দর্শনকরিয়া সম্ভোগে উৎসাহি হয় প্রযুক্ত এবং চঞ্চলাচিত্ত স্বাভাবিক হেতু লোক কর্ত্তৃক যত্নে স্ত্রীরক্ষা হইলেও ব্যভিচার দোষে পতিরঅপকার করিবেক ॥ ১৫ ॥

এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতি নিসর্গজং।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষোরক্ষণং প্রতি ॥ ১৬ ॥

স্ত্রীলোককে প্রজাপতি সৃষ্টিকালে এইস্বভাব জানিয়া রক্ষারপ্রতি পরমযত্ন করিলেন ॥ ১৬ ॥

শয্যাসন মলঙ্কারং কাম' ক্রোধ মনার্জ্জবং।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুর কল্পয়ৎ ॥ ১৭ ॥

শয়ন, উপবেসন, অলঙ্কার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পর হিংসা, কুচর্য্যা, এই সকল স্ত্রীদিগের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

উক্ত যাবদীর বৃত্তান্তের তাত্পর্য্য প্রজা অর্থাৎ বংশ বৃদ্ধি প্রযুক্ত জগৎপতি ঐ স্বভাব স্ত্রীলোকের করিয়াছেন যথা ঋতুকালীন গর্ভ কামনা স্বাভাবিক এতাদৃক্ হয় এবং পশুপক্ষী প্রতি উক্ত স্বভাব প্রত্যক্ষ ভোগ হইতেছে, উক্ত স্বভাব প্রযুক্ত স্ত্রীলোকে কোনই স্বতন্তর বিষয় কর্ম্ম করিতে পুরুষের সহায়তাভিন্ন ক্ষমবতী নহে। যে হেতুক স্বাভাবিক হিংসা, কুটিলতা, কামুকী, দোষে সৃজন হই য়াছে। ইহাতেই স্ত্রীলোক শক্তি রূপে বর্ণিত হয় অর্থাৎ গর্ভধারণাশক্তি, প্রসব হওনশক্তি, জগতের সকল শক্তি হইতে শ্রেষ্ট, যদ্দ্বারা স্ত্রীলোককে পূজা এবং মান্য করিতে মনু কহিয়াছেন, এবংইহাতেই রসাশ্রয়ে জীবোৎ পত্তি মনুষ্য, পশু, পক্ষীর হইয়াছে সেই রসাশ্রয় নারী প্রযুক্ত সকলের প্রিয় হইতেছেন, ইহাতেই মনু পুনঃ২

কদাচ স্ত্রীলোক স্বতন্তর হইতে পারিবেকনা নিষেধ করিয়াছেন এবং পূজ্যা হইয়াছেন যথা মনুর ৫ অধ্যায়ঃ ॥

বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে নভজেৎ স্ত্রীস্বতন্ত্রতাং ।১৪৮॥

বাল্যকালে পিতার বশে, যৌবনে ভর্ত্তার বশে, রণ্ডা হইলে পুত্রাদির বশে থাকিবেন আপনি স্বতন্তর কর্ত্রী হইবেকনা ॥

৩ অধ্যায়ঃ ॥

পিতৃভি র্ভ্রাতৃভি শ্চৈতাঃ পতিভি র্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণ মীপ্সুভিঃ ॥ ৫৫।

পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর, বহু কল্যাণ ইচ্ছা করিয়া বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিতা এবং পূজিতা করিবেক ॥ ৫৫ ॥

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈবস্তু
ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫৬ ॥

যে সংসারে নারীর বস্ত্রালঙ্কারে পূজা হয় সে সংসারে দেবতা ক্রীড়া করেন. যত্র নারীর পূজা নাহয় তত্র সকল ক্রিয়া নিস্ফল হয় । ৫৬॥

অতএব এইক্ষণে বিশেষ বিবেচ্য যে স্ত্রীলোকের প্রতি মূসা উক্ত রচনা, ও হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়ের বচন এবং ঈশ্বরের অভিশম্পাৎ প্রসব বেদনা অপিচ হিন্দুধর্ম্মাভিবোধ বিচার হয় ॥